দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 1/4/79 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 4 ...

203

শাহ আজিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শাহ মোহাম্মদ আজিজুর রহমান ১৯২৫ সালে কুষ্টিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

শাহ আজিজ ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তৎকালীন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলের সহকারী নেতা এবং আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের নেতা ছিলেন। তিনি ১৯৬৪ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সম্মিলিত বিরোধী দলের (কপ) চেয়ারম্যান ছিলেন।

তিনি ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সর্বভারতীয় মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

সংক্ষিপ্ত জীবনী

(১ম পৃঃ পর)

ছিলেন।

বিশ্ব আন্তঃ পার্লামেন্টারী ইউনিয়নের সদস্য শাহ আজিজুর রহমান সংসদীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, স্পেন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, সৌদি আরব, ইরাক, মিসর, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ইরান, জর্দান, ফ্রান্স ও নিউজিল্যান্ড সফর করেন।

তিনি বাংলা ও ইংরেজী ছাড়াও আরবী, পারসী ও উর্দু ভাষা পড়তে ও লিখতে পারেন। পড়াশোনা করাই তাঁর প্রধান হবি।

বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সংক্ষিপ্ত জীবনী

ডাঃ এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী একজন খ্যাত চিকিৎসক। তিনি ঢাকা থেকে এমবিবিএস এডিনবরা ও গ্লাসগো থেকে এমআরসিপি এবং ওয়েলস থেকে টিডিডি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রী মরহুম কফিলউদ্দীন চৌধুরীর পুত্র।

ডঃ চৌধুরী এর আগে মেডিসিনে মেডিক্যাল কলেজসমূহের প্রফেসর এবং এখন ঢাকার পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিসিন ও রিসার্চ ইনস্টিটিউটে মেডিসিনের অবৈতনিক প্রফেসর।

তিনি বাংলাদেশ যক্ষ্মা নিরোধ সমিতির (নাটব) ও বাংলাদেশ মিসর মৈত্রী সমিতির সভাপতি এবং জাতীয় [illegible] আন্দোলনের আহবায়ক।

মওদুদ আহমদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

জনাব মওদুদ আহমদ ১৯৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স ও এমএ ডিগ্রী নেন। তিনি ইংল্যান্ডে আইন পড়াশোনা করে সেখানেই আইন ব্যবসায়ে যোগ দেন। তিনি ১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টে যোগ দেন।

মওদুদ আহমদ ছাত্রাবস্থায়ই রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দেন। ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি কারাবরণ করেন। তিনি ইংল্যান্ডের পূর্ব পাকিস্তান হাউজের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। হাউস পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার প্রশ্নে খোলাখুলি আন্দোলন করে।

মওদুদ আহমদ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের বহির্বিভাগীয় প্রচার সিটি [illegible] সংগঠনের উদ্যোগ নেন এবং প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'বাংলাদেশ' পত্রিকা প্রকাশনার দায়িত্বে ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রকাশিত 'বাংলাদেশ—ইভেন্টস এন্ড ডকুমেন্টস' গ্রন্থ সম্পাদন করেন।

খ্যাতিমান আইনজীবী ও ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ স্বাধীনতার পর সুপ্রীমকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯৭৪ সালের মার্চে তিনি 'নাগরিক অধিকার ও আইন সহায়তা কমিটি'র সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য হেবিয়াস কর্পাস মামলা পরিচালনা করেন। তৎকালীন সরকারের সমালোচনার জন্য দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

মওদুদ আহমদ যুক্তরাষ্ট্রের ল' স্কুল পরিদর্শন করেন এবং ১৯৭৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলেতে অনুষ্ঠিত দরিদ্র জনগণের জন্য আইনগত সাহায্য সংক্রান্ত এশীয় ওয়ার্কশপে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি পশ্চিম জার্মানীর হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া ইনস্টিটিউটে রিসার্চ স্কলার হিসেবে যোগ দেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয় তার সাম্প্রতিক বই 'বাংলাদেশ, কনস্টিটিউশনাল কয়েস্ট ফর অটোনমি' প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন। এ বছর তিনি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৩২তম অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে যোগ দেন।

মওদুদ আহমদ পরীবাগের বড় মওলানা মরহুম মওলানা মমতাজউদ্দীন আহমদের পুত্র। তিনি কবি জসীমউদ্দীনের বড় মেয়ে হাসনা জসীমউদ্দীনকে বিয়ে করেন। তার দু ছেলে।

মীর্জা হাফিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী

মীর্জা গোলাম হাফিজ ১৯২০ সালে দিনাজপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অর্থনীতিতে এমএ ও ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএল ডিগ্রী লাভ করেন।

মীর্জা হাফিজ শৈশব থেকে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩৮ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগদান করেন। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে লাইন প্রথা বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য তিনি আসামের তিবিগড়ে যান এবং কারাবরণ করেন।

মীর্জা হাফিজ ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান নাগরিক অধিকার লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৫৪ সালে ১২-দফা বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং উভয় ক্ষেত্রেই কারাবরণ করেন। তিনি ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন।

মীর্জা হাফিজ অধুনালুপ্ত গণতন্ত্রী দলের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও দলের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

বিখ্যাত আইনজীবী জনাব হাফিজ পূর্ব পাকিস্তান বার কাউন্সিলের সহ-সভাপতি ছিলেন এবং পূর্ব পাকিস্তান বার কাউন্সিলের সহ-সভাপতি হন। তিনি ১৯৭৩ সালে সুপ্রিমকোর্ট বার সমিতির সভাপতি হন।

মীর্জা গোলাম হাফিজ একাধিক সামাজিক ও আইন সংস্থার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সমিতির সভাপতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য। ১৯৭১ সালে তিনি ঢাকা শিল্প ও বণিক সমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯৭৬-৭৭ সালে রমনা লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি ছিলেন।

মীর্জা হাফিজ ১৯৭৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন। তিনি টোকিও, ম্যানিলা, ব্যাংকক, কুয়ালালামপুর, ব্রাসেলস, পিকিং, মস্কো ও অন্যান্য স্থানে অনুষ্ঠিত আইন সম্মেলনে যোগদান করেন।

তিনি চীন, সোভিয়েট ইউনিয়ন, মিসর, মালয়েশিয়া, উত্তর কোরিয়া ও ল্যাতিন আমেরিকা সফর করেছেন। তিনি ১৯৫৮ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। কায়রোতে অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশিয়া গণসংহতি সম্মেলনেও তিনি যোগদান করেন।